সৌহার্দ্য II বার্তা

স্ট্রেংথ্‌দেনিং হাউজহোল্ড এবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভেলপমেন্ট অপোর্চুনিটিস II

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা • ভলিউম ১ • সংখ্যা ২ • জুলাই ২০১২

এ সংখ্যার বিষয়বস্তু

সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ধারণা পৃষ্ঠা-১

এক সাফল্যগাঁথা: স্বপ্ন হলো সত্যি পৃষ্ঠা-২

কমিউনিটি উদ্যোগ: ভিডিসির ইসিসিডি স্কুল স্থাপন পৃষ্ঠা-৩

কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ পৃষ্ঠা-৩

মুখবন্ধ

প্রিয় বন্ধুগণ,

সৌহার্দ্য II কর্মসূচি আনন্দের সাথে নিউজলেটার-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি আপনাদের জন্য প্রকাশ করছে। আমাদের এবারের থিম ***'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন'***- যেখানে এই কর্মসূচির সূচনালগ্ন (জুন ২০১০) থেকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি ব্যাপকভাবে তার তথ্য ব্যবস্থাপনা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া এরকম একটি বৃহৎ, জটিল ও বৈচিত্রময় কর্মসূচিকে কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি কর্মসূচির প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিবর্তনজনিত জটিল সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সকল তথ্যসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও এই সময়কালের কিছু উৎসাহব্যাঞ্জক কেইস ষ্টাডি এবং শিক্ষণীয় ঘটনাসমূহ নিয়মিতভাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে আমি সৌহার্দ্য পরিবার থেকে বিদায় নিচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত কেয়ার অফিসে খাদ্য, জীবিকা এবং ন্যায় বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি যোগদান করতে যাচ্ছি। এটি আমার জন্য আনন্দময় এজন্য যে, পানি ও পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও জেন্ডার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগের পাশাপাশি বৃহত্তর এক্সেস আফ্রিকা কর্মসূচি যা আফ্রিকার ৩৯টি দেশের ৩০ মিলিয়ন উপকারভোগীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিবেদিত- এমন একটি কর্মসূচির সাথে আমি যুক্ত হতে যাচ্ছি। উল্লেখ্য, কৌশলগত পার্টনার হিসেবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন নেটওয়ার্ক- পিইসিসিএন এর সাথে কাজ করার সুযোগ পাবো।

বিগত বছরগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সৌহার্দ্য কর্মসূচিতে চীফ অব পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন আমার কর্মজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আমার সহকর্মীবৃন্দ, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ও টেকনিক্যাল পার্টনার সংস্থাসমূহের সকল সহকর্মীদের অনন্য ত্যাগী ও পেশাদারী মনোভাব- এক কথায় অসাধারণ। সেইসাথে আমাদের সকল কাজে পার্টনার হিসেবে সরকারের বলিষ্ঠ সহযোগিতা সমগ্র বিশ্বে এই কর্মসূচির ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমি সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি একইভাবে কাংখিত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, সকল উপকারভোগীদের জন্য রইলো আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন- যারা আমাদের মূল প্রেরণা এবং যাদের অক্লান্ত ত্যাগের ফলে আমরা একটি সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করতে পারছি।

অনুরোধ রইল আনন্দের সাথে নিউজলেটার পড়ুন এবং এ সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন বা মতামত থাকলে মনজুর রশীদ (নলেজ ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) এর নিকট ই-মেইল (monjur@bd.care.org অথবা info@bd.care.org) করুন।

শুভেচ্ছান্তে,

ফাহিম খান
চীফ অব পার্টি, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি

সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ধারণা

সৌহার্দ্য II কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময়কালব্যাপী চিন্তাশীল অনুশীলন নিশ্চিত হয় এবং একইসাথে তা উৎসাহব্যাঞ্জকও থাকে। এই কর্মসূচিতে লব্ধজ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং শিখনের উপায় ও কৌশলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়- উভয়ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতা ও একইসঙ্গে মাঠপর্যায়ের শিখনকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তুলে আনা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সৌহার্দ্য II কর্মসূচি ব্যাপক বিস্তৃত পদ্ধতি এবং কৌশলসমূহকে ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে 'আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ', 'পরিবার জরীপ কার্য', 'মূল তথ্য সংগ্রহকারী পত্র', 'ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন পত্র', 'সহায়ক এনজিও মূল্যায়ন পত্র' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই কর্মসূচিতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য 'Beneficiary Tracking Sysmem (BTS) ও Distribution Tracking System (DTS) নামে দুই ধরনের পরিমার্জিত সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তথ্যের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন ও ঝুঁকি রোধ করার জন্য এই সফ্টওয়্যারে সাধারন কর্মীদের অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত রয়েছে।

সৌহার্দ্য II এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা ২৩টি আউটপুট পর্যায়ের সূচকের বিপরীতে সংগৃহীত তথ্যকে যাচাই বাছাই করে উচ্চ পর্যায়ের সূচক যা মূলতঃ ৫টি

সৌহার্দ্য II পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা

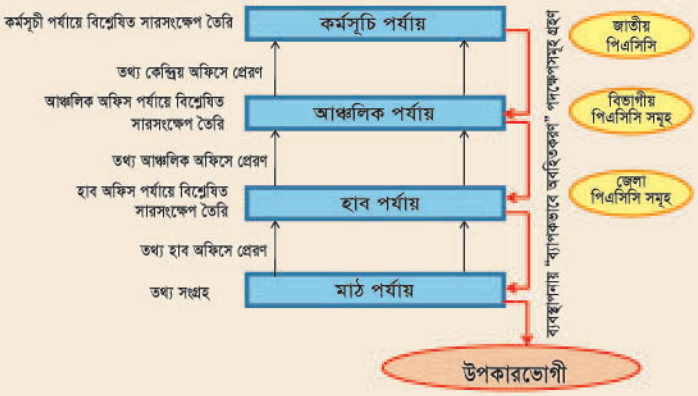

কৌশলগত উদ্দেশ্য (কৃষি ও জীবিকায়ন; স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি; নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন; স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন) নামে পরিচিত সেই মানদন্ডে প্রকাশ করে থাকে।

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
care

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রতিটি সূচকের বিপরীতে সমন্বিত অর্জনকে তথ্যের আকারে প্রকাশ করে। এর ফলে কর্মসূচি কাংখিত লক্ষ্য অনুযায়ী এগুচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। তথ্য তৈরি এবং তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা তথ্যের সারসংক্ষেপ তৈরি করে এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি পরামর্শক সমন্বয় কমিটিসহ (পিএসিসি) সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিনিময় করে। প্রাপ্ত সকল তথ্যই নিয়মিতভাবে কর্মসূচির উপকারভোগীদের সাথে বিনিময় করা হয়ে থাকে।

কর্মসূচির কার্যক্রম এলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

সবচেয়ে পশ্চাদপদ এবং প্রান্তিক জেলাগুলোর দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে এই কর্মসূচির প্রাথমিক উপকারভোগীদের নির্বাচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ব্যাপক এবং এখানে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করতে ইউপি সদস্য, এনজিও কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে দলীয়ভাবে আলোচনা করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়ক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করার জন্য অংশগ্রহণমূলক 'আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি যথাযথ, স্বচ্ছ এবং এতে এলাকাবাসীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু, এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকেই চিহ্নিত করা হয়নি, বরং এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচিত হবে এরকম অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যে গ্রামগুলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তার প্রতিটি গ্রামেই 'আর্থ-সামাজিক অবস্থানসূচক বিশ্লেষণ' করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা এলাকার মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সঠিক তথ্যগুলো প্রদানে সক্ষম, তাদেরকে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। এই কার্যক্রমে গ্রামের প্রতিটি পাড়া এবং প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রামবাসী মাটির উপর তাদের গ্রামের মানচিত্র অঙ্কণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পেশা, একের উপর অন্যের নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে তথ্য প্রদান করেছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগীদের তালিকা 'আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ' এর মাধ্যমে নির্বাচিত করার সকল বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় এনে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক উপকারভোগী এই কর্মসূচির আওতায় নিবন্ধনকৃত।

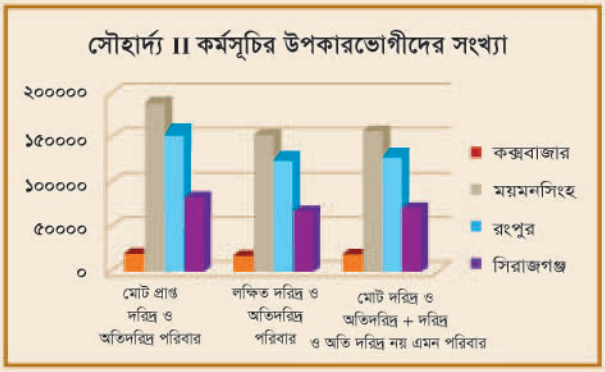

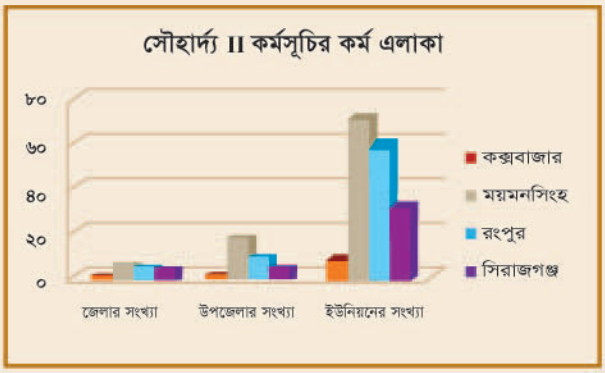

তথ্যসূত্র: সৌহার্দ্য II বেইজলাইন রিপোর্ট, ২০১১

এক সাফল্যগাঁথা : স্বপ্ন হলো সত্যি

সমন্বিত বসতভিটা উন্নয়ন (সিএইচডি) শাক-সব্জি ও গাছপালার সাথে অন্যান্য প্রাণীর আন্তঃক্রিয়ার অনুশীলনকে বুঝায়। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সিএইচডি একটি বাড়ির আশেপাশের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা কৌশল, যেখানে শাক-সব্জি, বৃক্ষ ও প্রাণীর সাথে পরিবেশগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী এবং সর্বাধিক পরিমাণে উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এই কেইস স্টাডি সিএইচডি থেকে প্রাপ্ত সুবিধার একটি উদাহরণ।

নাসিরউদ্দিনের রাজহাঁসের পরিবার ছবি: আখতার হোসেন

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা ঝুঁকিপূর্ণ এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গ্রামের নাসিরউদ্দিন একজন দরিদ্র গ্রামবাসী যে দারিদ্র্যতার সাথে লড়াই করে অতিকষ্টে তার দিনগুলো পার করছিলো। নাসিরউদ্দিনসহ পরিবারের অন্য চারজন সদস্যের জীবনধারণের জন্য নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের কোন সংস্থান ছিলো না। অভাব-অনটন যেন তাদের নিত্যসঙ্গী ও পরিণতি হিসেবে বিরাজ করছিল।

এক বছর পূর্বে নাসিরউদ্দিন সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সিএইচডি গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে সে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং উপকরণ সহায়তা পায়। সিএইচডি প্যাকেজের আওতায় যে ছাগল বা মুরগী ইনপুট সাপোর্ট হিসেবে দেয়া হয়, তার পরিবর্তে রাজহাঁস দেয়ার জন্য নাসিরউদ্দীন ভিডিসি'র সদস্যদের কাছে ইচ্ছাপ্রকাশ করে। ২ জোড়া মাঝবয়েসী রাজহাঁস এবং ১,৩২৬ টাকা (যার মধ্যে ৫০০ টাকা তার নিজের সঞ্চয়কৃত অর্থ) নিয়ে নাসিরউদ্দিন তার জীবন পরিবর্তনের যাত্রা শুরু করে। দেড় মাসের মাথায় নাসিরউদ্দিনের হাঁসগুলো ডিম পাড়তে শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সবগুলো ডিমই তা দিতে বসায় এবং ডিম ফুটে ৩৫টি হাঁসের ছানা বের হয়। নাসিরউদ্দিন ১৩টি হাঁসের ছানা ৩,০০০ টাকায় বিক্রি করে। পাশাপাশি তার বাগানে উৎপাদিত সব্জি বিক্রি করেও ৪,০০০ টাকা আয় হয়। ছয় মাস পরে নাসিরের মোট সম্পদের পরিমাণ দাড়ায় ২৩,৫৮০ টাকা। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সিএইচডির সহায়তা তার চোখ খুলে দিয়েছে কিভাবে অল্প পরিমাণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যতাকে জয় করা সম্ভব। নাসিরউদ্দিন এখন স্বপ্ন দেখে এই কর্মসূচির মেয়াদের মধ্যে স্বচ্ছল পরিবার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার।

-আব্দুল আলীম, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর, এমজেএসকেএস

কমিউনিটির উদ্যোগঃ ভিডিসির ইসিসিডি কেন্দ্র স্থাপন

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি) কেন্দ্র সৌহার্দ্য II কর্মসূচির ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ, যেখানে একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গতা বিকাশে সহায়তা করে। প্রথাগতভাবে, এই বয়সী শিশুদের যে সকল বিষয় শিখনে গুরুত্বারোপ করা হয়না, বন্ধুসুলভ পরিবেশে সেইসব বিষয়গুলোর ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টাই ইসিসিডির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

কমিউনিটির উদ্যোগে স্থাপিত ইসিসিডি স্কুলের সামনে শিক্ষার্থীরা ছবিঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার উত্তর রনারচর গ্রামের বেশীরভাগ পরিবারই দরিদ্র অথবা অতিদরিদ্র। এই গ্রামে শিক্ষার কোনও সুযোগ নাই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই গ্রামের শিশুরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে পড়তে যায়। এরকম এক অবস্থার মধ্যে এই এলাকায় সৌহার্দ্য II এর কার্যক্রম শুরু হয়।

গ্রামের ভিডিসি সদস্যরা এক সভায় তাদের গ্রামের শিশুদের জন্য একটি স্কুলের দাবী জানায়। তারা দেখেছে যে, তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি ইসিসিডি স্কুল তৈরি করেছে। এএসডি'র কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর এলাকার মানুষের দাবীর সাথে একমত পোষণ করেন, কিন্তু একই সাথে কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতার কথাও তাদের সামনে তুলে ধরেন। দিরাই উপজেলার জন্য যে কয়টি ইসিসিডি স্কুল হওয়ার কথা ছিলো, তার সবগুলোই তৈরি হওয়াতে নতুন কোন ইসিসিডি তৈরি করা সৌহার্দ্য II এর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ভিডিসির সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে এবং তারা নিজ উদ্যোগে ইসিসিডি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একটি কমিটি গঠন করে, স্কুলের জন্য ১,৫০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং ইসিসিডি স্কুল স্থাপনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহায়তার জন্য তার সাথে যোগাযোগ করে। ইউপি চেয়ারম্যান তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করেন এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ১,৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করেন। ভিডিসি স্কুল পরিচালনার জন্য একটি ঘর তিন বছরের জন্য ভাড়া করে এবং একজন শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হয়। ভিডিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে মাসে ৩০ টাকা হিসেবে সংগ্রহ করবে স্কুলের শিক্ষকের বেতন দেয়ার জন্য। বর্তমানে এই ইসিসিডি স্কুল তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির কাছ থেকে কারিগরী ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে। কমিউনিটি স্ব-উদ্যোগে 'আলোর পথিক' নামের ইসিসিডি স্কুল তৈরির স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

-দিপিকা রানী মজুমদার, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর, এসডি

কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাংলাদেশকে খাদ্য সহায়তা প্রদান

২৬ জুন ২০১২ চট্টগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে **'শান্তির জন্য খাদ্য'** কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সাহায্য হিসেবে দেওয়া গম হস্তান্তর উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত নিকোলাস ডীন ও ইউএসএআইডি'র মিশন পরিচালক রিচার্ড গ্রীন আনুষ্ঠানিকভাবে এই গম হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে এই খাদ্য সহায়তা গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আহমেদ হোসেন খান। কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক সাউদার্নসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে ৫৮০ কোটিরও বেশী ইউএস ডলার প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই খাদ্য সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ২০১০ সালে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের **'শান্তির জন্য খাদ্য'** কর্মসূচির আওতায় এই গম সহায়তা কার্যক্রম ২০১৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শন

১৮ মে ২০১২ পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার জাতসাকিনি ইউনিয়নে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির উপকারভোগীদের মাঝে সম্পূরক খাবার, সনো-ফিল্টার ও গাছের চারা বিতরণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সম্পূরক খাবার সংগ্রহ করার জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট শামছুল হক টুকু।

সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সিরাজগঞ্জের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব খালেকুজ্জামান মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে কেয়ার বাংলাদেশ এবং সৌহার্দ্য II কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইউএসআইডি, কেয়ার বাংলাদেশ, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এই মহান উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি উপস্থিত গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দেরকে সম্পূরক খাবার, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির জন্য সনো-ফিল্টার এবং গাছের চারা বিতরণ করেন। ইসিসিডি স্কুল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দু'টি স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের পোষাক দেয়ারও অঙ্গীকার করেন।

ইউএসএআইডি'র খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান ছবিঃ রাজন চন্দ্র সাহা

সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শনকালে জনসভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ভাষণদান ছবিঃ মোঃ ফারুক হোসেন

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সামনে সৌহার্দ্য কর্মসূচি

সৌহার্দ্য কর্মসূচি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে চীফ অব পার্টি ফাহিম খান এবং টেকনিক্যাল ম্যানেজার সৈয়দা আশরাফিজ্ জাহারিয়া প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ভ্রমণ করেন। সৌহার্দ্য কর্মসূচির সাফল্যকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদের সামনে তুলে ধরা এবং একইসাথে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের করের অর্থ বিশ্বের দারিদ্র্যতা বিমোচনে সহায়তা করছে তা জানানোই ছিলো এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য। এই ভ্রমণকালীন সময়ে (১-১২ মে ২০১২) তারা ওয়াশিংটন ডিসি তে ওরিয়েন্টেশন, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে টেলিফোনে সম্মেলন এবং 'মাতৃস্বাস্থ্য ও নারীর অধিকার' শীর্ষক এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত এই সকল সম্মেলনে কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য কর্মসূচির সফল কার্যক্রম ও এর প্রভাবগুলো সম্পর্কে জানার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও ইউএসএআইডির বিভিন্ন কর্মকর্তা, কংগ্রেস সদস্য, কর্পোরেট দাতা সংঘের সদস্য এবং কেয়ারের স্বেচ্ছাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই বহির্মুখী প্রচারণা সৌহার্দ্য কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুষ্টি সহায়তা প্রদান করে, শিশুর অপুষ্টির হার কমানোর কার্যক্রমকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'তে সাংবাদিক সম্মেলনে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ ছবি: সৈয়দা আশরাফিজ্ জাহারিয়া প্রধান

কৃষি প্রযুক্তি ও বৃক্ষ মেলায় সৌহার্দ্য II এর পুরস্কার লাভ

মেলায় মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর সৌহার্দ্য II এর স্টল পরিদর্শন ছবি: মিঠু রানী চৌধরী

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে গত ২৩ জুন তিনদিন ব্যাপী এক কৃষি প্রযুক্তি ও বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় সৌহার্দ্য II টিম অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার অর্জন করে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। সৌহার্দ্য II এর স্টল পরিদর্শনকালে এই কর্মসূচির প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশ করেন, বিশেষ করে সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়নের কার্যক্রম নিয়ে প্রদর্শিত নমুনা মডেলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সৌহার্দ্য II এর কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এই কমসূচির প্রকাশিত বইসমূহ সংগ্রহ করেন। প্রতিমন্ত্রী এলাকার সরকারী কর্মকর্তাদের এই কর্মসূচির কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়ন মডেলকে অন্য গ্রামগুলোতেও শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। মেলায় ২৩টি স্টলে বিভিন্ন কৃষিপণ্য, উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগসমূহ, নার্সারীতে উৎপাদিত বনজ বৃক্ষ, ফল-মূলের চারা ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম প্রদর্শিত হয়।

উল্লাপাড়ায় 'সেবা প্রদর্শনী' মেলা

সরকারী সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার সরকারী প্রয়াসের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গত ১২ জুন ২০১২ উদ্‌যাপিত হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সরকারী সেবা প্রদর্শনী মেলা'। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির উদ্যোগে মেলাটি আয়োজন করা হয় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নে। মেলার প্রধান অতিথি ছিলেন উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার অতুল সরকার। উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, প্রাণীসম্পদ বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগ এবং ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, তথ্যসেবা কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ ও বড়পাঙ্গাসী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন মেলায় নিজ নিজ সেবা প্রদর্শন এবং তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করে। বিভিন্ন স্থান হতে প্রচুর দর্শনার্থী এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং উল্লিখিত বিভাগসমূহের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও সেবা গ্রহণ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ মেলায় আগত দর্শনার্থীদের কর প্রদান ও এলাকার উন্নয়নে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলস্বরূপ, মেলায় আগত তিনশত দর্শনার্থী মেলা প্রাঙ্গণেই কর প্রদান করেন। এ ধরনের আয়োজন জনগণ ও সরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যকার সম্পর্ককে জোরদার করার পাশাপাশি সরকারী সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াকে আরও বেগবান করেছে।

"এই প্রকাশনাটি ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)- এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সহযোগিতায় নির্মিত। এই প্রকাশনার সকল তথ্য/ বিষয়াদির দায়ভার কেয়ার বাংলাদেশ-এর, এতে ইউএসএআইডি বা আমেরিকান সরকারের মতামতের প্রতিফলন নাও থাকতে পারে।"

উপদেষ্টা পর্ষদ : ফাহিম খান, মঞ্জু মোরশেদ, জুবাইদুর রহমান ও মনজুর রশীদ
সম্পাদক : মনজুর রশীদ
বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সমন্বয় : মারিয়াম উল মুতাহারা
প্রকাশনায় : নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি, কেয়ার বাংলাদেশ
প্রগতি ইনসিওরেন্স ভবন, ২০-২১, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, বাংলাদেশ